"মিষ্টি বাচ্চারা - সচেতন হয়ে চলতে-ফিরতে যেখানেই সেবা থাকে করতে থাকো, বাবার পরিচয় দাও, সার্ভিসের শখ রাখো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কোন্ কথা এসে গেলে তখন সবকিছু সফল করতে পারে ?

*উত্তরঃ - এখন এ'সব সমাপ্ত হয়ে যাবে, দুটি কণা দান করলে বাবার দ্বারা মহল প্রাপ্ত হয়... যাদের বুদ্ধিতে এই কথা চলে আসে, তারা নিজেদের সবকিছু ঈশ্বরীয় কার্যে সফল করে নেয়। গরীবই সমর্পিত হয়ে যায়। বাবা হলেন দাতা - তিনি তোমাদের স্বর্গের রাজত্ব প্রদান করেন, তিনি নেন না।

*গীতঃ- প্রিয়তম এসে মিলিত হও...

ওম্ শান্তি । প্রিয়তমারা অর্থাৎ ভক্তরা, বধূঁরা অর্থাৎ সজনীরা। ভক্তরা প্রিয়তম বা সজনকে (প্রণয়ী) আহ্বান করে। পুরুষ এবং স্ত্রী সকলে মিলেই আহ্বান করে। কত অগণিত রয়েছে। যখন আহ্বান করে তখন এতেই প্রমাণিত হয় যে অবশ্যই প্রিয়তমাদের কোনো প্রিয়তম আছে। সকলেই একজনকেই ডাকে - হে! পরমপিতা পরমাত্মা এসো। আমরা তোমাকে অনেক স্মরণ করে থাকি। স্মারক তো অনেকেরই তৈরী করা হয়। এখন সে'সমস্ত হলো মানুষের স্মারক-চিহ্ন। এমনও অনেকে রয়েছে যারা লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা ইত্যাদি দেবতাদের স্মরণ করে থাকে, কারণ মানুষ থেকে দেবতা হলো উচ্চ তবেই তো মানুষ দেবতাদের পূজা করে থাকে। নম্বরের ক্রমানুসারে উঁচু আর নীচু তো আছেই। এ তো সকলেই জানে যে সর্বোচ্চ ভগবানকেই বলা হয়ে থাকে। তারপর হলো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর, তারপরে ব্রহ্মা আর জগদম্বা। মুখ্য হলেন উনি। এ তো কেবল বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই আছে যে সর্বোচ্চ বাবার দ্বারা আমাদের সর্বোচ্চ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই বাবাকে জানেই না। যখন বাবা আসবেন তখনই এসে নিজের পরিচয় দেবেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের ছাড়া আর কারোর সাথে মিলিত হতে পারি না। অনেকেই আসে, বলে মহাত্মাজীর সাথে সাক্ষাৎ করবো। এখানে তো সেই কথাই নেই। এখানে হলো বাবা আর বাচ্চাদের সম্পর্ক। এছাড়া কারোর কোনো কাজ থাকলে সে আলাদা কথা। বাবা মুরলীও বাচ্চাদের সামনেই পড়িয়ে থাকেন। প্রদর্শনীতেও তোমরা প্রমাণ করে বলতে পারো যে উনি হলেন সকলের পিতা। ওরা তো বলে, উনি নাম-রূপের ঊর্ধ্বে। তোমরা বলো যে ওঁনার নামও আছে, রূপও আছে, তো দেশও আছে, চিত্রও আছে। ওঁনাকে আহ্বানও করে তখন যেমন আত্মারা আসে তেমনই পরমাত্মাও আসেন। শিবের মন্দিরেও ষাঁড় দেখানো হয়েছে। তাকে নন্দীগণ বলা হয় তাই এতে প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা শিব আসেন। তাহলে কেন বলে যে তিনি আসতেই পারেন না। মানুষ কত বোকা, দেখানোও হয়েছে যে ষাঁড়ের ভ্রুকুটিতে শিব, পরমাত্মাও অবশ্যই ভ্রুকুটির মধ্যস্থলে থাকেন। ভগবানকেও আসতেই হবে তখন অবশ্যই ভ্রুকুটির মধ্যস্থলেই আসবেন। এখন প্রদর্শনীতে তোমরা এও বোঝাতে পারো যে নন্দীগণ কাকে বলে। বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদেরকেই বোঝাই। মানুষ বলে গডফাদার, কিন্তু ফাদারের নাম কি ? তখন কেউ বলতে পারে না। লৌকিক বাবার নাম তো তৎক্ষণাৎ বলে দেবে। শিববাবার অনেক নামও রেখে দেওয়া হয়েছে। অল্ফ (পরমপিতা) বোঝে না। বেদ-শাস্ত্রাদি পড়া -- এ হলো ভক্তিমার্গ। তারা মনে করে ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়। ভক্তরাও তো মানুষই। তাদের তো ঈশ্বর প্রাপ্তি অবশ্যই হবে কিন্তু কখন হবে....তা কারোর জানাই নেই। ভক্তিমার্গে কারোর সাক্ষাৎকারও হয়েছে, ব্যস্ মনে করে নেয় যে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়েছে। এর থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। কারণ যখন ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে তখন মুক্তিই হয়ে যায়। তিনি হলেনই সকলের মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রদানকারী দাতা। পতিতদের পবিত্রকারী কর্তা, দুঃখ হরণকারী-সুখপ্রদানকারী...। বাবা তো হলেনই দাতা। দুটি কণার পরিবর্তে মহল দিয়ে দেন। সমগ্র স্বর্গের রাজত্ব দিয়ে দেন। বাবা বলেন, এখন সমস্ত কিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই কারণে এই কার্যে সমস্ত কিছু সফল করে নাও। ভবিষ্যতে তোমরা রিটার্ন পাবে। কোনো ধনবান বাবাকে পেতে পারে না। সমর্পণ করতে পারে না। দরিদ্র বাচ্চারাই সমর্পিত হয়ে যায়। যদি কেউ সেন্সীবেল হয় তখন পথ চলতে-চলতেও সেবা করে নিতে পারে। চলতে-চলতে কারোর বন্ধু হয়ে যাওয়া উচিত তারপর বসে জ্ঞান শোনানো উচিত। জ্ঞান অতি সহজ। জিজ্ঞাসা করো যে পরমপিতা পরমাত্মার নাম কবে শুনেছো। কত ফার্স্টক্লাস কথা। পরমপিতা বললে তিনি সকলের বাবা হয়ে যান। যেমন বিছা নরম জিনিস দেখলে হুল ফুটিয়ে দেয়, তোমরাও সেই কাজই করো, সকলকে রাজযোগ শেখাও তবেই সত্যযুগে প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। ওখানে তোমরা গৌরকান্তি(ফর্সা) সন্তান প্রাপ্ত করবে। তাহলে এ'টাই বোঝাতে হবে যে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। এ হলো সম্পূর্ণ বুদ্ধির বিষয়। তাছাড়া সাক্ষাৎকারও তো হলো সাধারণ কথা(ব্যাপার)। কারোর কোনো ধরণের সাক্ষাৎকার হয় তো কারোর অন্য কোনো ধরণের.....সেও এইম অবজেক্ট বলার জন্য। বাবা বলেন -- তোমরা আমাকে স্মরণ করবে আর

পবিত্র থাকবে তবেই এইরকম পদ লাভ করবে। একত্রে থেকে পদ প্রাপ্ত করা -- এও উঁচু লক্ষ্য। আর সব সঙ্গ ছিন্ন হয়ে যাক, একের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাক -- এতেই পরিশ্রম। সন্ন্যাসী তো সবকিছু ত্যাগ করে চলে যায়। এখানে তো একত্রে থেকে বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে এই পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়েই রয়েছে। আমাদের ফিরে যেতে হবে তারপর আমরা স্বর্গে গিয়ে রাজত্ব করবো। এখন পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো হবেই। এ'টা বুদ্ধিতে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। ৮ ঘন্টা এই স্মরণের সার্ভিসে থাকো। কেউ বলে এ'টা কীভাবে হবে। ভক্তিমার্গে যারা কৃষ্ণের ভক্ত তারাও সর্বদিক থেকে বুদ্ধিকে সরিয়ে একমাত্র কৃষ্ণকেই স্মরণ করে নিশ্চয়ই। কেউ রামের ভক্ত, আচ্ছা রামকে স্মরণ করো। রামের রাজধানীকে স্মরণ করো, সেও যখন নিরন্তর স্মরণ করবে তখনই অন্তিম সময়ে যেমন মতি হবে তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে। রামকে স্মরণ করে রামের রাজধানীতে যাবে। এও তো পরিশ্রম। এইরকম পরিশ্রম শেখানোর মতন কেউ নেই। শ্লোকও আছে -- অন্তিমকালে যে স্ত্রী-কে স্মরণ করে... যদি কোনো সন্ন্যাসী থাকে, গুরু থাকে তাদেরকেও স্মরণ করতে হয় তাহলেও অন্তে যেমন মতি তেমনই গতি হবে। প্রথমে জিজ্ঞাসা করো যে কোথায় যেতে চাও ? ফিরে তো যেতেই হবে, কিন্তু কোথায় যাবে ? কারণ ভক্তির থেকে শক্তি পাওয়া যায় না, যার ফলে একের সঙ্গে বুদ্ধি যুক্ত করতে পারে। সর্বশক্তিমান হলেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই, তাই না! ওঁনারই ভূমিকা নির্ধারণ করা রয়েছে। উচ্চ অপেক্ষাও উচ্চ হলেন বাবা, ওঁনাকেই স্মরণ করো তবেই ওঁনার দেশে চলে যাবে। সন্ন্যাসীদের তো দেবতাও বলতে পারবে না। তারা তো আসেই দ্বাপরে। স্বয়ং বাবা এসে বলেন -- বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো আর তিনি সৃষ্টি-চক্রের উপরেও বুঝিয়ে থাকেন, যার ফলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। এই নলেজ বাবা-ই বুঝিয়ে থাকেন। চিত্রের উপরে তোমরা বোঝাতে পারো। সর্বোচ্চ হলেন নিরাকার ভগবান, তিনি থাকেন মূললোকে(পরমধামে)। তিনিও হলেন উচ্চ অপেক্ষাও উচ্চ, আমরা দেবতারাও সেখানেই থাকি। সূক্ষ্মলোকে সূক্ষ্ম দেবতারা থাকে। সেখানে সৃষ্টির চক্র থাকে না। তারপর নীচে এসো তখন লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরেই সবচেয়ে বেশি আড়ম্বর।

জগদম্বা, জগৎ-পিতার মন্দিরে এত নেই। জগদম্বার মন্দির হলো একদমই সাধারণ। তোমরা লক্ষ্মীরও মন্দির দেখো, জগদম্বারও দেখো -- কত রাত-দিনের পার্থক্য। মানুষের এ'কথা জানাই নেই যে জগদম্বাই লক্ষ্মী হন। তোমরা জানো -- এও অতি সাধারণ তাই ওঁনার মন্দিরও অতি সাধারণভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। তাই চিত্রও সাধারণ তৈরী করা হয়েছে। জগদম্বাকে কোথাও-কোথাও কালোও বানানো হয়েছে। এখন তোমরা জানো যে সঙ্গমেই আমরা এই রাজযোগ শিখে ভবিষ্যতে কত সুশোভনীয় শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীনারায়ণে পরিণত হয়ে যাই। লিখিতও আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, সেও তো জ্ঞানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাছাড়া গরুর মুখ থেকে অমৃতাদির কোনো ব্যাপারই নেই। কৃষ্ণকেও বাবা সঙ্গমেই উত্তরাধিকার প্রদান করেন। সঙ্গম হওয়ার কারণে ওরা শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এখন তোমরা জানো যে জগদম্বাই লক্ষ্মী হন আর লক্ষ্মীই ৮৪ জন্ম নিয়ে অম্বা হন। এ হলো ব্রহ্মার বংশ(কুল)। এরপর হয় দৈবীকুল। দৈবীকুলে আবার ৮৪ জন্ম নেয় তারপর অন্তে এসে শূদ্রকুলের হয়ে যায়। কত ভাল-ভাল কথা আছে। ধারণা না হলে বলবে ডাল হেড (মেধাহীন)। এইরকম অনেক সেন্টার আছে -- যারা নিজেরাই ক্লাস চালিয়ে নিতে পারে। গড ফাদার বলেন -- তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন স্টুডেন্ট হও। সার্ভিসেবেল বাচ্চাদের কত স্মরণ করে, আহ্বান করে। বাবাও এইরকম বাচ্চাদের স্মরণ করে থাকেন। স্কুলে কেউ মেধাবী, কেউ কম মেধার তো হয়েই থাকে। সকলেই তো বাচ্চা। কিন্তু কতজন এমন পাপ করেছে যে তারা পুণ্যাত্মা হতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে পড়ে যায়। কত গুপ্ত খুশি থাকা উচিত। অন্ধের লাঠি তো কেবল বাবা-ই হন আর কেউ হতে পারে না। হে প্রভু, অন্ধের লাঠি তো তুমিই। এখানে প্রত্যেককেই স্বতন্ত্রভাবে ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে। জ্ঞান নেত্রহীনদের অন্ধ বলা হয়। কলিযুগের রাতে বাবা আসেন। কৃষ্ণ রাত্রি থাকলে শিব রাত্রিও আছে। এখন শিব হলেন পরমাত্মা, ওঁনার রাত্রি কোনটি ? তোমরা জানো যে কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদিকেই রাত্রি বলা হয়ে থাকে। ভক্তিমার্গের ধাক্কা খেয়ে সকলেই বিরক্ত হয়ে গেছে তাই তারা বলে থাকে যে পরমাত্মা অন্তহীন কিম্বা বলে আমরাই পরমাত্মা। কত বোঝানো হয়ে থাকে। কারো-কারোর সার্ভিসের অত্যন্ত শখ থাকে। বাবারও শখ আছে কিন্তু বাবা কোথাও যাবেন সেই নিয়ম নেই। সন্তানের মধ্য দিয়েই বাবার প্রত্যক্ষতা(সন শো'জ ফাদার)। বাচ্চা তো অনেকেই আছে। প্রচুর আসতেও থাকবে। বাইরে লাইন করে বসে যাবে। পোপ এসেছেন তখন কত মানুষ গেছে। ইনি হলেন সকলেরই পিতা। পোপকেও সদ্গতি প্রদান করবেন। সত্যিকারের আশীর্ব্বাদদাতা হলেন বাবা-ই। ওরা তো নকল আশীর্ব্বাদ করে থাকে। বি.কে.-দের তো সকলকেই ব্লেসিংস্ দিতে হবে। না বোঝার কারণে তারা মনে করে আমরা ব্লেসিংস্ দিয়ে থাকি। এখানে আসে, দেখা হয় যে -- ব্লেসিংস্ পাওয়ার উপযুক্ত কি না। পরমপিতার বুদ্ধিতে যা রয়েছে তা কারোর বুদ্ধিতে নেই। বাবা বলেন -- এরা এলে আমি এদের মুক্তি-জীবনমুক্তি দেবো। মানুষ থেকে দেবতা করে দেবো। স্বর্গের কলম(চারা) রোপন তো করতে হবে। আমরা বুঝে যাব এ কী ধরণের চারা রোপন করছে। তোমরাও এইরকম মনে করো যে কেউ এলে তখন মুক্তি-জীবনমুক্তি (জ্ঞান) প্রদান করবো। বলে যে, আমরা মুক্তি চাই। আচ্ছা -- মুক্তিধামকে স্মরণ করলে তখন মুক্তি

পাওয়া যাবে। বাবাকে স্মরণ করো তবেই অন্তে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণের এই সেবায় থাকতে হবে। একত্রিত হয়েও আর সকল সঙ্গ ছিন্ন করে একের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে।

২) তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন স্টুডেন্ট হতে হবে, ডাল হেড নয়। বাবার সমান অন্ধের লাঠি হয়ে সকলকে মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ বলে দিতে হবে।

বরদানঃ- স্বল্পকালীন আশ্রয়ের দিককে পরিত্যাগ করে বাবাকেই আশ্রয়দাতা করে নেওয়া যথার্থ পুরুষার্থী ভব

স্বল্পকালীন আধারের সাহায্য, যাকে প্রতিকারের (রাস্তা) করে রাখা হয়েছে, সেই স্বল্পকালীন সাহায্যকে এখন পরিত্যাগ করে দাও। যতক্ষণ এই উপায় রয়েছে ততক্ষণ বাবার সহায়তা সর্বদা অনুভূত হতে পারে না আর বাবার সহায়তা নেই তাই পার্থিব জগতের উপায়কেই সহায়তার পথ বানিয়ে নাও তোমরা। অল্পকালের বিষয়গুলি প্রতারক হয়, তাই সময়ের তীব্রগতিকে দেখে(পরখ করে) এখন এই প্রান্ত থেকে তীব্রবেগে উড়ে সেকেন্ডে পেরিয়ে যাও -- তবেই বলা হবে যে যথার্থ পুরুষার্থী।

স্লোগানঃ- কর্ম আর যোগের ভারসাম্য বজায় রাখাই হলো সফল কর্মযোগী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;